

## জর্জ বুশের বিজয়'- ইসলামিষ্টদের মাথায় বারি এবং বামপন্থীদের আহাজারী-১

সাব্বিদ কামরান মির্জা  
নবেম্বর ৫, ২০০৪

জী হাঁ, শেষ পর্যন্ত আমার ভবিষ্যতবানীই চূড়ান্তভাবে সঠিক প্রমাণ হল। এই বিজয় আমেরিকার জন্য অনেক মূল্যবান, যারা এর মর্ম বুজে সুধু তারাই বুঝবে বুশের এবারকার বিজয় আমেরিকার জন্য কত প্রয়োজন ছিল! বিশ্বজুড়ে অসংখ্য শত্রুর মুখে ছাঁই মেরে পাগলা বুশ আবার চার বৎসরের জন্য আমেরিকার প্রেসিডেন্ট নির্বাচিত হয়েছেন। আমেরিকার ইতিহাসের নজিরবিহীন ভোটের উপস্থিতিতে বুশের বিজয় চূড়ান্ত হয়। এই বিজয় হয়েছে সারা বিশ্বের জিহাদী ইসলামিষ্টদের বুশ-বিরোধী প্রপাগান্ডার হেতু। সারা বিশ্বের মুসলিম উম্মার ভয়ংকর ভাইরাসে আক্রান্ত মুসলিমগন (সেকুলার মুসলিম, সাধারণ মুমিন মুসলিম এবং জেহাদী ইসলামিষ্ট) এবং desperately losers বামপন্থি ভাইগন গত ২/৩ বৎসর ধরে বেদুইন আল্লাহ তায়ালার কাছে দু'হাত তুলে অনেক দোয়া-দরুদ, কান্নাকাটি করেছেন যেন বুশ ফেল মারে এবং 'ফ্লিপ-ফলপ' মার্কা জন কেবী পাশ করে। প্রায় ১০০% মুসলিম দেশ চেয়েছিল বুশের পরাজয়। এমনকি, ইসলামের মহাবীর খলিফা মোহাম্মদ মহাখীর সারা বিশ্বের মুসলিম, বিশেষকরে আমেরিকার মুমিন মুসলিমদেরকে আহবান করেছেন জন কেবীকে যেন তারা ভোট দেয়। শেষ পর্যন্ত ইদুরের গর্ত থেকে ইসলামের শেষ খলিফা উসামাও বের হয়ে আসে বুশকে ফেল করানোর মহা ইচ্ছা নিয়ে। কিন্তু, শত্রুর মখে ছাঁই মেরে বেটা পাগলা বুশ শুধু পাশই করে নাই; আমেরিকার ইতিহাসের সবচেয়ে বেশি পপুলার ভোট পেয়ে বিজয় লাভ করেছে। অর্থাৎ আমেরিকানরা বুশ-চেনী মার্কা দুর্ভুজ কোম্পানীকেই নির্বাচিত করেছে। কিন্তু কেন?

এ রহস্যটি বুঝতে হলে পৃথিবীর পুরনো ইতিহাস কিছুটা হলে ও জানতে হবে এবং বিশেষ করে এই আমেরিকার ইতিহাস জানতে হবে। আমেরিকার ইতিহাসে কখনো War time President ভোটে হারে নাই। তা'ছাড়া আমিত পূর্বেও লিখিছি— যে ৯/১১ এর ইসলামি-জিহাদীদের জগন্য ঘটনার পর আমেরিকানরা প্রায় বলে থাকে একটি বাক্য— "World has changed for ever after the 9/11" এবং আমার মনে হয় এই মহান-বানীটিই বর্তমানের অবিশ্বাস্য সব ঘটনার মূল চাবিকাঠি। আমি দৃঢ়ভাবে বিশ্বাস করি যে—৯/১১ এর আল-কায়েদার কেচ্কা মারে সাধারণ দয়ালু 'কঞ্জারবেটিব' আমেরিকানরা বেজায় ক্ষেপেছে ইসলামিষ্ট-এবং আরবদের উপর। তাইত, গত দুই বৎসরের relentless বুশ-বিরোধী প্রপাগান্ডা, সারা মুসলিম বিশ্বের cursing, সারা ইউরোপের এবং অন্যান্য সব দেশের প্রপাগান্ডা, পেটলা মাইকেল মুর তার হাছা-মিছা কল্প-কাহিনীর ডকুমেন্টারী, ইরাক নিয়ে আমেরিকান মিডিয়ার ক্রমাগত

anti-Bush hammering, ডেমোক্রাটিক কেভিডেট জন কেব্রীর বুশ-বিরোধী সাঁড়াসী আক্রমন কিছুই কোন কাজে আসে নাই। যাহা হবার ছিল তাই হয়েছে। এসবই ৯/১১ এর ফসল!

আমেরিকানদের সিকিউরিটির ব্যাপারটি তাদের ইকোনমি বা অন্যান্য ব্যাপারের চেয়ে অনেক মূল্যবান মনে করে এবং সাধারণ আমেরিকানগন ৯/১১ এর মারের পাল্টা মারটা বেশ পছন্দই করে। এই পাল্টা মারের ক্ষেত্রে জন কেব্রীর চেয়ে পাগলা-বুশের উপর বেশি নির্ভর করে তারা। কারণ, জন কেব্রীর ‘ফ্লিপ-ফ্লপ’ **personality** এর উপর সাধারণ আমেরিকানরা ঠিক ভরসা করতে পারে না।

এবারকার নির্বাচনে **Pivotal factors** ছিল **War on Terror and War in Iraq**, তাই বুশের বিরোধে শত প্রপাগান্ডাও ভোটারদের মনে কোন পরিবর্তন আনতে পারে নাই। আমেরিকানরা আর যাই হউক না কেন, তারা প্রচন্ডভাবে **Partriotic**, তারা তাদের নিজ দেশকে খুব ভালবাসে এবং এদেশের কাছে প্রচন্ডভাবে কৃতজ্ঞ; মোনাফেক নয়। কাজেই ভোটাররা যখনি তাদের সিকিউরিটির কথা ভেবেছে তাদের সামনে বুশের **Monumentally strong leadership** এর চেহারা ভেসে উঠেছে। তা'ছাড়া দেশ এখন একটা যুদ্ধের মধ্যে নিপাতিত আছে তাই এসময়ে কোন বুদ্ধিমান নাগরিক তাদের ‘কমান্ডার- ইন-টীপ’ কে বদলিয়ে বিপদের যুকি নেয় না। তাই যাহা প্রয়োজনীয় ঠিক তাই করেছে আমেরিকান ভোটাররা।

**বুশের বিজয় হল ইসলামি টেররিষ্টদের জন্য একটা strong message!**

আমি পূর্বেও বলেছি— ৯/১১ এর প্রচন্ড ধাক্কা খেয়ে আমেরিকানদের টনক নড়েছে। তাইত বুশের শক্ত ডান্ডা-পেটা খেয়ে শান্তির ধর্মের জিহাদীরা আজ একেবারে লন্ডলন্ড এবং ইদুরের গর্তে, বনে বাদাড়ে ঘুরে বেড়াচ্ছে আর আল্লাহ তায়ালার কাছে সর্বদা দোয়া করেছে কবে বুশের পতন হবে, **Patriot** আইন উঠে যাবে এবং ক্লিন্টনের মত একজন ভদ্র প্রেশিডেন্ট আসবে যাতে তারা অবাধে জেহাদী কর্ম-কান্ড চালিয়ে যেতে পারে। কিন্তু আল্লাহ করলেন ঠিক উল্টোটি। তাই বুশের বিজয়ে ইসলামী টেররিষ্টরা এবার প্রমাদ গুনবে এতে কোন সন্দেহ নেই। যদি ফল উল্টোটি হত ত'হলে সেটা হত জেহাদী টেররিষ্টদের জন্য **সবুজ সংকেত** যে আমেরিকা টেররিষ্ট কেম্প আফগানিস্তান এবং ইসলামিক বিশ্বের হিরো সাদ্দামের ইরাক আক্রমন করে মহা ভুল করেছে বুশ, তাই আমেরিকানরা তাদের প্রেশিডেন্ট পরিবর্তন করেছে। কেব্রীর বিজয়ে সারা মুসলিম-বিশ্বের শহরগুলোতে **আনন্দ-উল্লাস** করত, বাংলাদেশের মত ইসলামি দেশে রাস্তায় মিষ্টি বিতরন করত, পালেস্টাইনীরা রাস্তায় নৃত্য করত, সর্বোপরি—উসামার জেহাদীরা তাদের গর্ত থেকে বের হয়ে মুচকি হাসি হাসত, কিন্তু, সবই ভুল হয়ে গেল আমেরিকার কাফেরদের বোকামিতে।

আল-কায়েদার জেহাদীগন অনেক আশা করেছিল কেরী হবেন আমেরিকার প্রেশিডেন্ট তারা কিছুটা হাফ ছেড়ে বাচবে, তাদের হারানো Moral টাঙ্গা হবে এবং জিহাদীগন তাদের গর্ত থেকে আবার বের হয়ে আসবে, স্বস্তিতে মুচ্কি হাসবে এবং re-grouping হয়ে আবার তাদের বোমাবাজি করতে পারবে নির্দোষ সিভিলিয়ান মেরে ইসলামী বেহেশতের টিকেট নিতে পারবে। আর এজন্যইত ইসলামের আধুনিক খলিফা উসামা তার গর্ত থেকে দির্ঘ্য ৩ বৎসর পর বের হয়ে আমেরিকানদেরকে চোঁখ রাঙ্গালেন যাতে আমেরিকান ভোটররা রাগ করে বুশকে আর ভোট না দেয়। কিন্তু হায়, আল্লাহ তায়ালা একি করলেন? কাফের বুশকেই কিনা আবার চার বৎসরের জন্য কাফের-রাজার দেশের সিংহাসনে বসালেন? এতো একেবারে সর্বনাশ! এখনত উসামাকে তার গর্ত আরও গভীর করতে হবে। কতদিন আর পালিয়ে থাকা যায়?

এখন যে উসামা এবং অন্যান্য ইসলামি জেহাদীদের সুধু ইরাকের ‘আরাফাতের ময়দানে’ সাদ্দামের ফেঁদাইন বাহীনির সঙ্গে হাত মিলিয়ে অল্পকিছু কাফের আর অসংখ্য নির্দোষ ইরাকি মারা ছাড়া আর কোন চয়েজ রইলনা। আল-কায়েদা জেহাদীদের কাছে খোদ আমেরিকার মাটিতে টেররিজমের খেল খেলার মজাই ছিল আলাদা। কিন্তু সেটা বোধ হয় আর সম্ভব হচ্ছে না! মাওলানা উসামা আরও চিন্তায় পরে যাবে এই বুশকে নিয়ে। **বুশকে মোটেই বিশ্বাস করা যায় না।** বেটা একটা আস্ত পাগল! আরও চার বৎসর সময় পাবে ইসলামিষ্টদেরকে ডেইজী-কাটারের ডাঙা দিয়ে ঠাঙা করার। সদালাপের ইসলামিষ্ট ভাই সকল কি বলেন?

বুশ সুধু বিজয় পায় নাই, বিপুল ভোটে প্রেশিডেন্ট নির্বাচিত হওয়ার সাথে সাথে উভয় হাউজে (Congress and Senate) নিরঙ্কুস মেজরিটি পেয়ে সমস্ত শক্তি তার হাতের মুঠেয়। এবার ইসলামি টেররিষ্টরা খুব ভাল করে বুঝবে **ঠেলার নাম বাবাজী** কাকে বলে। এই দেখুন না ইরাকের জেহাদীদের শেষ আড্ডা-খানা ফালুজাতে আসল ডাঙা পেটানো শুরু হয়ে গেছে।

আমার কাছে সবচেয়ে খারাপ লেগেছে আমেরিকার মুসলিম ইমিগ্রেন্ডের কাণ্ড দেখে। এই আমেরিকাতে হিন্দু, বৌদ্ধ, জুইস আরও কত বিভিন্ন ধর্মের বা গোত্রের ইমিগ্রেন-আমেরিকান আছে। কিন্তু, তাদের কাউকেই দেখতে পাওয়া গেল না কোন বিশেষ দলের প্রতি প্রকাশ্যে পার্টিজান রূপে সাপোর্ট করতে। অথচঃ তারা সবাই দুই দলকেই ভোট দিয়েছে। কিন্তু, মুসলিগন একেবারে পার্টিজান রূপ ধারণ করে সবাইকে দেখিয়ে দিয়েছে তারা বাপের বেটা বটে! তারা একেবারে গায়ে মার্কা মেরে এবার ভোট দিয়েছে। তাদের প্রকাশ্য ডিক্লারেসন ছিল-“**Muslim for Kerry**”, অথচঃ ওপেনলি ডিক্লারেশন না দিয়েও কেরীকে ভোট দিতে পারত। অবাক হবার বিষয় হল-আমরা কিন্তু আর কোন গোত্র বা ধর্মের এরকম ওপেন সাইনবোর্ড দেখতে পাই নাই। কেউ দেখে নাই-Jewish for Kerry or Hindus for Kerry, or Buddhas for Kerry আমেরিকান রা ঠিকই দেখতে পেয়েছে “Muslim for Kerry”, সাইনবোর্ডটি। বীরের জাতি বটে। আমার মনে হয়

আমেরিকান মুসলিম গন আরও একটি মস্তবড় ভুল করল। তাদের ভবিষ্যত একেবারে সাল্‌সা! দুই হাজার সালে বুশকে ভোট দিয়ে মুসলিমরা ভুল করে ছিল; এবার তারা কেরীকে ভোট দিয়ে আরও একটি মস্ত বড় ভুল করল।

### ইলেকসনে কারচুপি!

ইলেকসনের পূর্বে বাংলাদেশের পত্র-পত্রিকাতে প্রায়ই দেখা যেত আমেরিকার ইলেকসান নিয়ে তাদের যত চিন্তা, যত মাথা ব্যাথা, কারণ ইলেকসনে নাকি বিপুল কারচুপি হবে, বুশ জোর করে বাংলাদেশী স্টাইলে ভোটের কেন্দ্র দখল করে, ভোটবাক্স দখল করে বেলটে সিল মেরে জিতে নিবে। যাকে বলে আদার বেপারীর জাহাজের খবর! এমনকি ইলেকসনের দিনও অনেক পত্রিকা খবর ছেপেছে ‘**আমেরিকার ভোট কেন্দ্র বেপক কারচুপির আভাষ**’। আসলে কথায় বলে—যারা চুরি করে এবং নিজেরা চোর তারা নাকি দুনিয়ার সবাইকেই চোর মনে করে। যেমন পাগল নাকি তার চারিপাশে সবাইকে পাগল মনে করে।

বাংলাদেশ থেকে আমার এক বন্ধু এসেছেন আমেরিকা বেড়াতে নির্বাচনের কয়েক সপ্তাহ পূর্বে। তিনি আমাকে বললেন—“কই আমেরিকাতে মনে হচ্ছে কোন ডেমোক্রেসী নেই”। আমি বললাম আপানার একথার মানে? তিনি বললেন—“ঠিক জানি না, আমার মনে হচ্ছে এদেশেও ভাল ডেমোক্রেসী নেই, কারণ মানুষ দেখি এখনও যুদ্ধবাজ বুশকে বেশি পছন্দ করে।” আমি উত্তুর দিলাম—ভাল ডেমোক্রেসী কাকে বলে আমি জানি না, তবে পৃথিবীর সেরা ডেমোক্রেসী এই আমেরিকাতেই আছে, অন্য আর কোথাও নেই। তা’ছাড়া বুশকে পছন্দ করার মধ্যে খারাপ ডেমোক্রেসীর কি দেখলেন আপনি?

বাংলাদেশে আমেরিকান স্টাইলে ডেমোক্রেসী আসতে আরও ২০০শত বৎসর লাগবে। কেউ কেউ মনে করে বাংলাদেশে কোনদিন সম্ভব হবে না এরূপ সুষ্ঠু ডেমোক্রেসী। ইলেকসনের পর বুশের চ্যালেঞ্জার জন কেরীর অভাবনীয় কাঁয়দায় এত সহজে পরাজয় মেনে নেওয়ার নমুনা দেখে আমার বন্ধুর চক্ষু চরক গাছ। সে এটা বিশ্বাসই করতে পারছেন। আমি তাকে বললাম আমার কথা নিশ্চয়ই এখন আপনি বিশ্বাস করবেন? সে আরও অবাক হয়েছে—ইলেকসনের কেম্পেইনের সময় একই জায়গাতে বুশ-কেরীর সাপোর্টারগন যার যার প্লেকার্ড নিয়ে গেষাগেষি করে দাড়িয়ে যার যার প্রার্থীর পক্ষে চিল্লাচ্ছে, অথচঃ কোন মারা মারি নেই, ঝগড়া নেই। ওনি আরও বললেন, বাংলাদেশে হলে দু’চারজন লাশ পড়ত। আমি বললাম, এবার কি বলবেন আমেরিকান ডেমোক্রেসী সম্বন্ধে? এতবড় দেশে একটিও খুন বা ঝগড়ার ঘটনা ঘটে নাই। এটা আপনাকে কিসের ইঙ্গিত দিচ্ছে?

বুশের বিজয়ে ইসলামিষ্টদের সঙ্গে সঙ্গে আমাদের সেকুলার ক্যাম্পের কিছু কিছু বামপন্থি বা হিউম্যানিষ্ট ভাইগনও বেশ মনে ব্যাথা পেয়েছেন বলে আমার ধারণা। তাদেরকে আমি অনুরোধ করব ধৈর্য্য ধরতে এবং বিষয়টি আরও গভীরভাবে ভেবে

হয়ে উঠেনা। তাই আপনাদেরকে আরও কিছুদিন ধৈর্য ধরতে হবে। গনতন্ত্রের মূলমন্ত্রই হচ্ছে মানুষের সাধীনতা বা ব্যক্তি সাধীনতা। তাই যারা কেরীকে সাপোর্ট করেছেন, তারা যেন বুশ সাপোর্টারদের প্রতি বিরাগ না হন। আমরাও, যারা কেরীকে সাপোর্ট করেছেন তাদের প্রতি মোটেও বিরাগ নই। মনে রাখতে হবে আমাদের সবার শত্রু এক আর তা'হল ইসলামিষ্ট-জেহাদীগন।

যারা মনে করেন, আফগানিস্তান -ইরাক যুদ্ধ, বুশের ডাভা পেটানোতে দুনিয়াতে টেররিজম বেড়ে গেছে তারা বড্ড ভুল করছেন এবং তাদের সঙ্গে আমি একমত নই। আমেরিকান ডেমোক্রেসী ভাল নয় যারা মনে করেন তারাও বেজায় ভুল করছেন। কারণ ১০০% কারেক্ট বলতে কিছুই নেই (অঙ্কছাড়া)। পরের সংখ্যাতে ইরাক যুদ্ধ কেন প্রয়োজন ছিল টেররিজম দমন করতে, পেট্রিয়ট আইন কেন দরকার, ইরাক যুদ্ধের পজিটিব সাইড, আমেরিকান গনতন্ত্র এবং বুশকে কেন প্রয়োজন ইসলামিষ্টদেরকে ঠাভা করার জন্য তা'নিয়ে আলোচনা করার আশা নিয়ে আজকের বিষয় এখানেই শেষ করছি। ধন্যবাদ!

(চলবে)